যায়যায়দিন

তারিখ AUG. 03-2006
পৃষ্ঠা ৪০ কলাম ৮

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি

শিক্ষা ব্যয় বেশি

জগন্নাথ কলেজ ইউনিভার্সিটি হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। নতুন এ পাবলিক ইউনিভার্সিটির ভর্তি ও টিউশন ফি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বেশ কাছাকাছি। তবে এই ইউনিভার্সিটির অবকাঠামোগত সুবিধা এখন পর্যন্ত কলেজের মতোই। কোনো হল নেই। আগের ১২টি বেদখল হয়ে গেছে। জগন্নাথ কলেজের একটি বড় দুর্নাম ছিল এখানকার ছাত্রনেতাদের ভর্তিবাণিজ্য আর চাঁদাবাজি। এ দুর্নাম কতোটুকু ঘুচবে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। নতুন করে সেখানে ইসলামী ছাত্র শিবির নিয়ে সঙ্কট তৈরি হয়েছে। রিপোর্ট করেছেন **মামুন হোসেন**

দেশের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ ইউনিভার্সিটি হওয়ার পর এর শিক্ষা ব্যয় ৫ থেকে ১০ গুণ বেড়ে গেছে। আগে জগন্নাথ কলেজের একজন ছাত্রকে মাসে ২০ টাকা বেতন দিতে হলেও এখন দিতে হবে ১০০ টাকা আর ভর্তি ফি বেড়েছে আগের চেয়ে ১০ গুণ।

গত বছরের ২০ অক্টোবর পাস হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনেই বলা হয়েছে, ইউনিভার্সিটির বার্ষিক পরিচালনা ব্যয় (মূলধন ব্যয় ছাড়া) অনুসারে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন ও ফিস নিতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতে করে বছর বছর শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফি, বেতন, অন্যান্য খরচ বাড়বে এবং তা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে খুব একটা পার্থক্য হবে না। এবার ২০০৫-০৬ সেশনে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ব্যাচে ভর্তি হতে একজন শিক্ষার্থীকে দিতে হচ্ছে ১৫ হাজার টাকা। অথচ গত বছরও ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি ছিল ১৫০০ টাকার মধ্যে। এখন মাসিক বেতন অনার্সে ১০০ টাকা ও মাস্টার্সে ২০০ টাকা। আর আগে ছিল ২০ টাকা। যে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এ বেতন ২০ টাকার বেশি নয়।

> এবার ২০০৫-০৬ সেশনে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ব্যাচে ভর্তি হতে একজন শিক্ষার্থীকে দিতে হচ্ছে ১৫ হাজার টাকা। অথচ গত বছরও ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি ছিল ১৫০০ টাকার মধ্যে। এখন মাসিক বেতন অনার্সে ১০০ টাকা ও মাস্টার্সে ২০০ টাকা। আর আগে ছিল ২০ টাকা

ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বাম ছাত্র সংগঠণগুলোর অভিযোগ, পাবলিক ইউনিভার্সিটির আদলে জগন্নাথকে আসলে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়া আত্তীকরণ প্রশ্নেও শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তবে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছে। জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি আইন অনুযায়ী 'প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ইউনিভার্সিটির পৌনঃপুনিক ব্যয় জোগানে সরকারের দেয়া অর্থ ধীরে ধীরে কমবে এবং পঞ্চম বছরে ওই ব্যয়ের শতভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ও উৎস হতে বহন করতে হবে।'

সংশ্লিষ্টরা এটাও বলছেন, ৫ বছর পর এ ইউনিভার্সিটির ব্যয় এখনকার চেয়েও অনেক বেশি অথচ এখন পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস নেই। পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য ল্যাবও নেই অবস্থায় মাত্র পাঁচ বছর সরকারের অর্থ দেয়ার সময়সীমা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত তা নিয়েই অনেকে [illegible] তুলেছেন।

ওদিকে বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা কর্মক[illegible] হিসেবে আত্তীকৃত হবে না বলেও উল্লেখ রয়েছে। ধারাটি নিয়েও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ-অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে কলেজের ২৮১ জন শিক্ষককে ইউনিভার্সিটিতে ডেপুটেশনে রাখা হয়ে[illegible] যোগ্যতা না থাকায় ২০ জনকে অন্য কলেজে বদলি[illegible] করা হয়েছে। ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষকরা স্থায়ীভা[illegible]
ইউনিভার্সিটিতে
থাকতে চান। এ[illegible]
জন্য সমাজবিজ্ঞ[illegible]
অনুষদের ডিন [illegible]
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
চেয়ারম্যান প্রফে[illegible]
নজরুল ইসলাম[illegible]
আহ্বায়ক করে
তারা 'জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয় শি[illegible]
স্বার্থসংরক্ষণ ক[illegible]
গঠন করেছেন।
ভিসি ও সিরাজু[illegible]
ইসলাম খানের কাছে এ বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন
এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজি[illegible] চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান যায়যায়দি[illegible] বলেন, ইউনিভার্সিটির হল নির্মাণসহ যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে সরকার আর্থিক সহায়তা করবে[illegible] তবে সরকারের ওপর থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য নি[illegible] ব্যয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের আত্তীকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন[illegible] তৃতীয় শ্রেণী আছে এমন কোনো শিক্ষক ইউনিভার্সিটিতে থাকতে পারবেন না। তিনি বলেন, এক সরকারি অফিসারের বয়সসীমা ৫৭ বছর আর ইউনিভার্সিটি শিক্ষকের ৬১ বছর। এ জন্য হয়তো অনেক শিক্ষক ইউনিভার্সিটিতে থাকতে চাচ্ছেন।

ব্রাহ্ম স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি

দীন নাথ সেন, প্রভাতিচরণ রায়, অনাথ বন্ধু মল্লিক ও

প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ সালে বালিয়াটির জমিদার কিশোরী লাল রায় চৌধুরী ওই স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে তার পিতার নামানুসারে এর নামকরণ করেন জগন্নাথ স্কুল। পরে এর খ্যাতি ও প্রসারে অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোরী লাল রায় চৌধুরী এটিকে কলেজ করার উদ্যোগ নেন। ওই সময়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন অনাথ বন্ধু মল্লিক, ত্রৈলোক্য নাথ বসু ও বিচারপতি সারদাচরণ মৈত্র। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে এটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। তখন কলেজে পাঠের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল আইন শাস্ত্র। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত স্কুল ও কলেজের প্রশাসন একই কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এরপর স্কুল শাখা পৃথক করে করা হয় কিশোরী জুবলি স্কুল। বর্তমানে এটিই কেএল জুবলি স্কুল নামে পরিচিত।

যাত্রা শুরুর সময়ে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৮। মাত্র ৫ বছরে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯৬। ১৮৯৬ সালে কেবল এফএ ক্লাসে ছাত্র ছিল ১৫৬ জন। ১৯১০ সালের আগেই জগন্নাথ কলেজে ছাত্র সংখ্যা ৫০০-তে পৌঁছে। এবং তখনই এই কলেজে আইএ, আইএসসি, বিএ পাস ছাড়াও ইংরেজি, দর্শন ও সংস্কৃতিতে অনার্স এবং ইংরেজিতে এমএ পড়ানো হতো। ১৯০৭ সালে কলেজটির প্রশাসন একটি ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে দেয়া হয় এবং পরবর্তী বছরে এটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ১৯০৯ সালে ৩ জুন কিশোরী রায় চৌধুরী মারা গেলে নতুন করে ট্রাস্ট দলিল করা হয়। ওই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন রায় চন্দ্র কুমার বাহাদুর, আনন্দ চন্দ্র রায়, যশোদালয় চৌধুরী, কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও দীনেশ চন্দ্র রায়। পরে এ কলেজটি ঢাকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে সুসজ্জিত বেসরকারি কলেজ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

এ জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজই ছাত্র, শিক্ষক, বই পুস্তক ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্মলগ্নে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্র[illegible] সঙ্গে সঙ্গে কলেজটিতে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্য[illegible] শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিতে হয় এবং এটি [illegible] ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নামে নতুন পরিচয় পা[illegible] বছর পর ১৯৪৯ সালে আবার স্নাতক পাঠ্যক্র[illegible] স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে এখানে সম্মান ও [illegible] পাঠ্যক্রম চালু হয়। পরে এটিকে সরকারি নি[illegible] ইউনিভার্সিটি কলেজ করা হয়। ১৯৮২ সালে [illegible] মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। বৈকালিক শিফট চালু করা হয়। নানা মাত্রার [illegible] সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে বিচিত্র সাফল্যকে ধার[illegible] জগন্নাথ কলেজ অতিক্রম করেছে ১২০ বছর। ১৯৯৫ সালের ২ নভেম্বর তখনকার প্রধানমন্ত্রী জিয়া কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে এটিকে ইউনি[illegible] করার ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত [illegible] ২০ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে 'জগন্নাথ ইউনিভ[illegible]